



বিশেষপরিষেবাওনিবন্ধ

গান্ধীর কাছে অহিংসা ও পরিচ্ছন্নতা সমর্থনী ‘পরিচ্ছন্নতাই সেবা’ উদ্যোগটি অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত লড়াইয়ে মদত যুগিয়েছে

Posted On: 10 OCT 2017 4:57PM by PIB Kolkata

সুধীরেন্দ্রশর্মা

‘পরিচ্ছন্নতাই সেবা’ উদ্যোগটি অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত লড়াইয়ে মদত যুগিয়েছে। পরিচ্ছন্নতাকে সকলের দায়িত্ব করে তোলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কোমর বেঁধে লাগা উদ্যোগটির এই ধারনা ‘স্বচ্ছ ভারত মিশন’-এ গ্রহণ করা হয়েছে। সাফাইয়ের কাজ ‘আমাদের’ যারা কিনা বহুকাল যাবৎ বাদবাকি ‘আমাদের’ পক্ষে তা করে আসছে- শিকড় গেঁড়ে বসা এই চিত্রাধারা উপড়ে ফেলতে সবার কাছে এ এক আহ্বান।

তাঁর ঘটনাবহুল/চিত্তাকর্ষক জীবনে মহাত্মা গান্ধীর বহুবার পরিচ্ছন্নতা ওসেবার মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখিয়ে দিয়েছেন, খোদ নিজেকে তুলে ধরেছেন ‘প্রত্যেকের নিজের সাফাইওয়ালা হোক’ এর জলজ্যান্ত নজির রূপে। অপরিচ্ছন্নতাকে তাঁর মনের কোণে এতটুকুও ঠাই দেবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে, গান্ধী আজীবন হাতে ঝাঁটা ধরেছেন। ক্ষণিকের তরেও ভুলে যাননি তাঁর ‘সাফাইওয়ালা হিসাবে সেবা’ চালানোর কথা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিনিশ থেকে ভারতের সেবাগ্রাম, গান্ধীর আশ্রমগুলি পরিচ্ছন্নতা-ই সেবার বড় নমুনা। নিছক প্রতীকী নয়, পরিচ্ছন্নতাকে মহৎ সেবা হিসাবে বিশ্বাস করে, সব আশ্রমবাসী সাফসুতরোর কাজে রোজ লেগে পড়তেন। স্পষ্টতই জাতির জনকের কাছে পরিচ্ছন্নতাই সেবা ছিল এক সামাজিক হাতিয়ার। জাতপাতের বেড়া পরিচ্ছন্নতার হানিঘটিতো। জাতপাতের গন্ডি ভেঙে অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে গান্ধী এই সামাজিক হাতিয়ার কাজে লাগাতেন। আজও তা প্রাসঙ্গিক হয় আছে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংস লড়াইয়ে আগাগোড়া তাঁর এই পরিচ্ছন্নতার বাণীকেমহাত্মা কিভাবে জিইয়ে রেখেছিলেন, তা বেশ কৌতূহলের বিষয়। স্বাধীন হওয়ার আগে,ন্যস্তারতম নোয়াখালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর অহিংসার ধ্যানধারণা ও প্রয়োগ চরম পরীক্ষার মুখে পড়ার কালেও পরিচ্ছন্নতা এবং অহিংসা একই মুদ্রার দুই পিঠ-এ বাতাবহন করার কোনও সুযোগ তিনি ছাড়েননি। সেই গণহত্যার শিকার ৫ হাজার মানুষ।

নোয়াখালির দাঙ্গাদুর্গত এলাকায় শান্তি অভিযানে একদিন গান্ধী দেখেন, কাঁচা রাস্তাবেশ ছক কষেই আবর্জনা ছড়ানো হয়েছে। উদ্দেশ্য, দাঙ্গাপীড়িত মানুষদের মধ্যে শান্তিবাব্তা প্রচারে তাঁর পদযাত্রা বানচাল করা। নিরস্ত হওয়া দূর অস্ত্র, মহাত্মা একে কাজে লাগালেন সুযোগ হিসাবে যা কিনা তিনিই একমাত্র পারেন। আশপাশের ঝোপ থেকে কিছু ডালপাতা যোগাড় করে বানালেন কাজ চালানোর মতো ঝাঁটা, শান্তি ও অহিংসার প্রবক্তা আরও হিংসায়িষ্টন যোগানোর ষড়যন্ত্র দিলেন ভড়ুল করে।

তাঁর কাছে ‘সুস্থ দেহে সুস্থ মন’ এক শারীরিক লক্ষণ মাত্র নয়, তা এক জোরালোদাশনিক বার্তা। প্রকৃতি ও অন্য মানুষের বিরুদ্ধে হিংস্র কাজ করলে কোনও ব্যক্তিকি অহিংস মনোভাব পোষণ করতে পারেন? স্বাধীনতার জন্য তাঁর রাজনৈতিক অভিযানেপরিচ্ছন্নতাকে অপরিহার্য অঙ্গ ধরলে, পরিচ্ছন্নতার খামতি নিঃসন্দেহে হিংস্র কাজেরসমতুল। সত্যিই তো তাই, কেননা পরিচ্ছন্নতার অভাবে প্রাণ হারায় দেশের লক্ষ লক্ষশিশু।

তাজব বনার কিছু নেই, পরিচ্ছন্নতার অভাব এক অদৃশ্য খুনি রূপে দিবি্য বহাল।এর মধ্যে প্রকট হয়ে পড়ে হিংসার চরম কুৎসিত রূপ, গান্ধী বহুকাল ধরে তা উপলব্ধিকরেছেন। পরিচ্ছন্নতা তাই অহিংসার এক অবিতর্কিত উপমা, সামাজিক ও রাজনৈতিক কড়াকড়ি দেখে, গান্ধী তাঁর নিজের ও কোটি কোটি অনুগামীর জীবনে তা প্রয়োগ না করে পারেননি।তাঁর সে কাজ অবশ্য- অধরা-ই রয়ে গেছে।

গান্ধী এক সময় মন্তব্য করেছিলেন, “বহু বছর আগে আমি দেখে শিখেছিলাম যেশৌচাগার হবে ডুইংফ্রম বা বৈঠকখানার মতো সাফসুতরো। এই বোধকে আরও উচ্চমার্গে নিয়ে গিয়ে, গান্ধী তাঁর শৌচাগারকে (ওযার্থে সেবাগ্রাম আশ্রমে) অবিকল এক উপাসনাগারবানান - পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ধার্মিকতার সবথেকে কাছের। একে উচ্চাসনে বসালে তবুই আমজনতা বুঝবে শৌচাগারের মূল্য। নোংরার মাঝে দিন কাটানো জীবনে আমাদের চিন্তাভাবনায়এজন্য আমূল পরিবর্তন দরকার। দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, আমাদের মানসিকতায় রীতি হিসাবে পরিচ্ছন্নতার ঠাই নেই।

মানসিক বদলের দিশায় প্রথম ধাপ হ’ল দেশে ২০১৯ সালে ০২ অক্টোবরের মধ্যে খোলাজায়গায় অর্থাৎ মাঠেঘাটে মলত্যাগ বন্ধ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য ২০১৭ এবং ৫ কোটির বেশি পরিবারের জন্য শৌচাগার বানানো। দেখতে হবে সেই শৌচাগার যেন ফেলে না রেখে, সত্যি সত্যি ব্যবহার করা হয়। ‘শৌচাগার আন্দোলন’কে ‘সামাজিক আন্দোলন’-এর রূপ দেওয়ার জন্যশিক্ষা নিতে হবে গান্ধীজির জীবন থেকে। শৌচাগার ব্যবহার যেন আমাদের সমাজে এক দস্তবহা রীতি হিসাবে গড়ে ওঠে। শৌচাগার ব্যবহার না করার হবে বাহানা আছে। এর মধ্যে অন্যতম হ’ল, শৌচাগার ও নর্দমা সাফ করতে গ্রামবাসীদের অনীহা। এই সাফাই কাজসামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে এখনও নিষিদ্ধ।

খোদ গান্ধীজি ছাড়া এ সমস্যা আরও বেশি কেউই আগে বুঝতে পারেনি। রাতে মৃত্যুত্যাগের জন্য শোবার ঘরে ব্যবহৃত পাত্র বাইরে নিয়ে গিয়ে সাফ করতে বললে কস্তুরবা অত্যন্ত বেজার হন একবার। গান্ধী তাঁকে তিরস্কার করেন এবং সাফাইওয়ালায় কাজনা করতে চাইলে বাড়ি ছাড়তে বলেন। পরিচ্ছন্নতা কাজের মাধ্যমে অহিংসার মহত্তর মূল্যবোধ মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার জন্য, গান্ধীর এই আচরণ মুহূর্তের তরে হলেও, এক জুলুম। বিভিন্নভাবে, পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর কাছে অহিংসার সমতুল বা সময় সময় সম্ভবত এর উপরে।

গান্ধীর জীবনের এই টুকরো অখচ উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে এক মূল্যবান শিক্ষা। বাকি জীবনভর এর অনুশীলন করে, কস্তুরবা দেখিয়েছেন পরিচ্ছন্নতাই ব্যবহার না আচার। আগামী বছর কোমর বেঁধে লাগা উদ্যোগের জন্য এটাই হচ্ছে বার্তা।কেননা, স্বচ্ছ ভারত মিশন চেষ্টা করছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আচরণগত বদল আনার।

• লেখক হলেন অনপেক্ষ নিবন্ধকার, গবেষক ও শিক্ষাবিদ

• এই নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্য সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব, এতে পিআইবি’র মত প্রতিফলিত হয় না

PG /SM/ SB...

(Release ID: 1505517) Visitor Counter : 2

Background release reference

‘পরিচ্ছন্নতাই সেবা’ উদ্যোগটি অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত লড়াইয়ে মদত যুগিয়েছে

